বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) ১৯৭৭ সাল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচার করে আসছে। বিগত ২ বৎসরে ব্যানবেইস তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে শিক্ষাতথ্য বিনির্মাণ ও সরবরাহ করে শিক্ষা সেক্টরে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে। এছাড়া ব্যানবেইস বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান সরবরাহের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব সংস্থার অবদানের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করছে এবং শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে শিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটি শিক্ষা ও ব্যবহারের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। বিগত ২ বৎসরে ব্যানবেইস যে সব উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদন করেছে তার বিবরণ নিম্নরূপ:

জরিপ কার্যক্রম: বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাথমিকোত্তর স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যানবেইস জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইতিপূর্বে এ জরিপ কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিচালিত হলেও ২০০৯ সাল হতে ব্যানবেইস নিয়মিতভাবে প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জরিপ পরিচালনা করছে। বার্ষিক জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কেপিআই (Key Performance Indicators) তৈরির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা সেক্টরে সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে ব্যানবেইস কর্তৃক অন-লাইনের মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে রিপোর্ট প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

এছাড়া ব্যানবেইস শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন Secondary Education Quality and Access Enhancement Project(SEQAEP) প্রকল্পের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০০৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৭(সাত)টি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৪ সালে ৬৪টি জেলার ২২৫টি উপজেলায় মোট ১০২৬৪ টি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ, ডাটাবেইস প্রণয়ন, জরিপ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে সেকায়েপভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার গুণগতমান পরিবর্তনের বিষয়টি পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে। সেকায়েপ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের বাস্তবায়নের ফলে মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাশের হার বৃদ্ধির বিষয়টি এই জরিপের মাধ্যমে স্পষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। ব্যানবেইস এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সর্ব প্রথম কওমি মাদ্রাসার উপর জরিপ সম্পন্ন করে এবং এর আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ব্যানবেইস দেশের এবতেদায়ি মাদ্রাসার উপরও জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

ব্যানবেইস দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার নির্ণয়, কারণ অনুসন্ধান এবং এর প্রতিকার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে দেশের সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেকেন্ডারী স্কুল ড্রপ-আউট সার্ভে পরিচালনা করে। এ সার্ভের মাধ্যমে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার কারণ অনুসন্ধানসহ এর প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ তৈরি করে সরকারের নিকট পেশ করা হয়। এ সুপারিশের আলোকে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে বর্তমানে ঝরে পড়ার হার কমে আসছে।

দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসমূহের সঠিক চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে ব্যানবেইস ২০১০ সালে দেশের সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ জরিপের মাধ্যমে দেশের সকল প্রাথমিকোত্তর স্তরের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন এবং ডাটাবেজ তৈরি করা হয়। যা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে অনলাইনে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বার্ষিক হালনাগাদ জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় টিকিউআই-২ (Teachers Quality Improvement Projet-২) প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের একটি ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে ব্যানবেইস দ্বি-বার্ষিক জাতীয় শিক্ষক শুমারি-২০১৩ পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের ৩,১২,৪৭৯ জন শিক্ষকের তথ্য সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে এবং ডেটাবেইজটি ওয়েববেজড করে বিভিন্ন কোয়েরির সুযোগ রাখা হয়েছে। যার মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণসহ তাদের বিষয়ে যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে। এ ছাড়াও শিক্ষার গুণগত মান যাচাই এর লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষ ও শিখন শিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

জিআইএস কার্যক্রম: শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজতর করার লক্ষ্যে ব্যানবেইস দেশের সকল প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডুকেশন জিআইএস বাস্তবায়ন করছে। ২০১০ সাল হতে ব্যানবেইস জিপিএস ডিভাইসের মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক তথ্য নির্ণয় করে তা ব্যানবেইসের ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত করেছে। এডুকেশন জিআইএসের মাধ্যমে ব্যানবেইস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা নির্ধারণ, একাডেমিক স্বীকৃতি ও অনুমতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করছে। বাংলাদেশের মধ্যে সম্পতি একীভূত ছিট মহল এলাকার GIS (School Mapping) ম্যাপ প্রণয়ন GIS হালনাগাদকরণ, প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পয়েন্ট ফিচার সংগ্রহ এবং GIS ডাটাবেজে অন্তুর্ভুক্ত করে পুরাতন প্রতিষ্ঠানের অবস্থান যাচাই ও হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।

গবেষণা: শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যানবেইস বিগত ২ বৎসরে প্রায় ৮টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এসব গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে দুর্বলতা ও সম্ভাবনার ক্ষেত্র উন্মোচনের মাধ্যমে ব্যানবেইস শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করে আসছে। পূর্বের গবেষণাক্ষেত্রের বরাদ্দকৃত অর্থ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তা ২৫ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। ব্যানবেইস কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম হলো: ক. Assessing E-learning initiatives in Secondary Schools, খ. Study on Effectiveness of Public Web Portals in Education Sector in Bangladesh and the Way out. ইত্যাদি।

উচ্চতর গবেষণা : বর্তমান সরকারের বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে গৃহিত শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ৪(চার) শত গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ, প্রাথমিক বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই কাজে সহায়তা প্রদান, রিভিউ ওয়ার্কশপের মাধ্যমে প্রকল্পসমূহ রিভিউকরণের ব্যবস্থাকরণ, চলমান ৬১টি গবেষণা প্রকল্পসমূহ মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনে সহায়তাদান এবং সমাপ্ত ৩৬ গবেষণা প্রকল্পের প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

লাইব্রেরি ও ডুকমেন্টেশন কেন্দ্র অটোমেশন: ব্যানবেইস এর লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে রক্ষিত সকল পুস্তক ও ডকুমেন্ট সফ্টওয়ার ব্যবহার করে অটোমেশন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমানে অন-লাইনে লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের ক্যাটালগ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে সার্চ করা সম্ভব।

ই-বুক সেন্টার/ই-পেপার ক্লিপিংসঃ ব্যানবেইস এর ডুকমেন্টেশন কেন্দ্রটি শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র হিসেবে স্বাধীনতা উত্তর এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা সংরক্ষণ করে আসছে। এছাড়া ব্যুরোর সৃষ্টি লগ্ন থেকে বিভিন্ন প্রত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ প্রায় ৬০টি শিরোনামে ক্লিপিংস করা হয়েছে। বিগত দুই বছরে ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে সংরক্ষিত সকল ধরণের প্রকাশনা পিডিএফ করে ব্যানবেইসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ই-বুক শেয়ারের মাধ্যমে অনলাইন সেবা নিশ্চিত করেছে। এখন অনলাইনের মাধ্যমে ডকুমেন্টেশন সেন্টারে রক্ষিত ডকুমেন্টগুলো ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। নিজস্ব প্রকাশনাসহ পাঁচ শতাধিক পুস্তকের ই-বুক প্রস্তুত করে তা ব্যানবেইস ওয়েবসাইটে ওয়েব এনাবেল করা হয়েছে। যা থেকে যে কোন ব্যবহারকারী বিনামূল্যে সম্পূর্ণ বই ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন।

ডিজিটাল লাইব্রেরি: ব্যানবেইস ডিজিটাল লাইব্রেরিতে এর নিজস্ব প্রকাশনাসহ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা শেয়ার করে ওয়েব এনাবেল করা হয়েছে। যার মাধ্যমে যে কোন ব্যবহারকারী অতি সহজে কাংখিত তথ্য পেতে পারেন। এছাড়াও Koha-Greenstone Integrated Library Management System এর মাধ্যমে শিক্ষা সেক্টরের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস সার্ভারের সাথে লিংক প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন গ্রন্থাগার অটোমেশন কাজটি সম্পন্ন করতে ব্যানবেইস সার্বিক সহযোগিতা করেছে।

প্রকাশনা: ব্যানবেইস শুরু থেকেই শিক্ষাতথ্য ও গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা জরিপ শেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া ব্যানবেইস শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এই প্রতিবেদনসমূহ সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আইসিটি প্রশিক্ষণ (BKITCE): কোরিয়া সরকারের ১.৬ মিলিয়ন ডলার অনুদানে ব্যানবেইসে "বাংলাদেশ কোরিয়া আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার ফর এডুকেশন (বিকেআইটিসিই)" প্রকল্পের আওতায় ৫টি অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে একসাথে ১০০ জনকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এ আইসিটি সেন্টারের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক, কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার অর্থায়নে আইসিটি বিষয়ে কাস্টোমাইজ কোর্সসহ ৮টি মডিউলে আইসিটি কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৩, ২০১৪ সালে ৯৫০ জনকে উক্ত ল্যাবসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ইউআরটিসিই কেন্দ্রে আইসিটি প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য TOT কোর্সে ৭৬০ জন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষককে প্রশিক্ষক হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

আইসিটি সেন্টার

আইসিটি ল্যাব

ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার: আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা ও শিক্ষণ পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত কোরিয়া সরকারের সরল ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন "উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই)" প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সালে ব্যানবেইসে একটি ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন এবং ই-লানিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ডিএমসি রেকর্ডিং স্পট

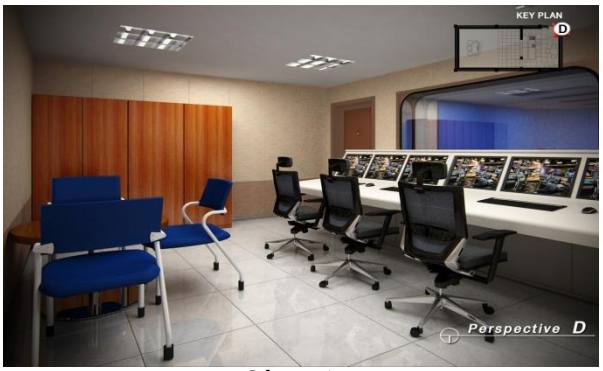

রেকর্ডিং কন্ট্রোল সেল

উপজেলা আইসিটি টেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন : কোরিয়া সরকারের EDCF এর আওতায় কোরিয়া এক্সিম ব্যাংক থেকে ৪০ বছর মেয়াদে (১৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ) ০.০১% হার সুদে ৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সরল ঋণ সহায়তায় ১২৫টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দোতলা ভবনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ২৪টি কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়াসহ একটি পিসি ল্যাব, ৫টি কম্পিউটার বিশিষ্ট একটি সাইবার সেন্টার এবং ১টি সার্ভারসহ লোকাল ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলার ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পর্যাপ্ত ব্যান্ডউইথসহ ইন্টারনেট সংযোগ সম্পন্ন করে উক্ত সেন্টারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং যার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ে শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে প্রতি উপজেলা থেকে ৬ জন সেরা শিক্ষককে TOT কোর্সের আওতায় প্রশিক্ষক হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। শীঘ্রই কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ শুরু হবে।

ইউআইটিআরসিই ভবন

দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৬০ টি উপজেলায় অনুরূপ উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে পূর্বের ন্যায় কোরিয়া এক্সিম ব্যাংকের সরল ঋণ সহায়তায় ৫৮.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থের সংস্থান থাকবে।

জনবল : রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতিটি উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই)-এর জন্য ১জন সহকারী প্রোগ্রামার এবং ১জন ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে মোট ২৫৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ল্যাব এ্যাসিস্টেন্ট পদে ইতোমধ্যে ৯২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সহকারি প্রোগ্রামার পদে নিয়োগ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন আছে।

উপরিউক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যানবেইস শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধা সম্পন্ন শিক্ষা প্রসারসহ দেশের শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করণে সহায়তা করছে, যার মাধ্যমে বর্তমানে সরকারের রূপকল্প : ২০২১ এর আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।